ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের গ্রহণকৃত/বাস্তবায়িত উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্রম	দপ্তর ও মন্ত্রণালয়	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি (%)	উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে?	বাস্তাব্যনের জন্য পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে তারিখ	সারাদেশে উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি মন্ত্রণালয়	ইমেজ এনালাইসিসের মাধ্যমে আমের ফলন প্রাক্কলনের মোবাইল এ্যাপস তৈরী	আম গাছে থাকা অবস্থায় আমের ফলন প্রাক্কলন/নির্নয়ের জন্য বাংলাদেশে বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন পদ্ধতি নেই। আম গাছের ফলন প্রাক্কলনের প্রধান প্রচলিত উপায় হলো প্রতিটা গাছের ফলের সংখ্যা গুনে তারপর হিসাব করে ম্যানুয়ালি প্রাক্কলন করা হয়। যাহা অত্যন্ত সময় ও শ্রম সাপেক্ষ কাজ। এই কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় বেশী। এতে বাগান মালিক বা কৃষক ক্ষতির সম্মুখিন হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের অন্যতম উপায় হলো ইমেজ প্রসেসিং এর মাধ্যমে আমের সংখ্যা নির্ণয় করে সঠিক ফলন প্রাক্কলন করা। সে উদ্দেশ্যে একটি মোবাইল এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে যা ইমেজ প্রসেসিং এর মাধ্যমে আমের সংখ্যা নির্ণয় করে সঠিক ফলন প্রাক্কলন করবে।	আম গাছে থাকা অবস্থায় আমের ফলন প্রাক্কলন/নির্নয়ের জন্য বাংলাদেশে বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন পদ্ধতি নেই। আম গাছের ফলন প্রাক্কলনের প্রধান প্রচলিত উপায় হলো প্রতিটা গাছের ফলের সংখ্যা গুনে তারপর হিসাব করে ম্যানুয়ালি প্রাক্কলন করা হয়। যাহা অত্যন্ত সময় ও শ্রম সাপেক্ষ কাজ। এই কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় বেশী। এতে বাগান মালিক বা কৃষক ক্ষতির সম্মুখিন হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের অন্যতম উপায় হলো ইমেজ প্রসেসিং এর মাধ্যমে আমের সংখ্যা নির্ণয় করে সঠিক ফলন প্রাক্কলন করা।	ড. মো. সেলিম উদ্দীন উর্ধবতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র বিএআরআই, গাজীপুর ০১৮১৯-৫০৫৪৪৩ shalimuddin@yahoo.com	১০০%	৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)	অদ্যাবদি পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি।	বাস্তবায়ন যোগ্য	

খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের গ্রহণকৃত/বাস্তবায়িত উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্রম	দপ্তর ও মন্ত্রণালয়	ডিজিটাল সেবার নাম	ডিজিটাল সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ডিজিটাল সেবা গ্রহণের যৌক্তিকতা	সেবাটি তৈরির জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে?	কার্যক্রমের অগ্রগতি (%)	বাস্তাব্যনের জন্য পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে তারিখ	এই সেবার মাধ্যমে এপর্যন্ত কত জন সেবা গ্রহণ করেছে?	সারাদেশে ই-সেবাটি বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি মন্ত্রণালয়	অনলাইন এপিএ প্রতিবেদন	সরকারি দপ্তর বা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এর মধ্যে প্রতিবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য পরিচালক মহোদয়গণের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুরুপভাবে, সকল উইং/ কেন্দ্র/ বিভাগ/ উপকেন্দ্র এর প্রধানগণ ও পরিচালক (গবেষণা) মহোদয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরিচালক (গবেষণা) মহোদয়ের এ সকল কর্মসম্পাদন চুক্তি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন যা রীতিমত সময় ও কষ্টসাপেক্ষ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। উক্ত কাজকে সহজ ও সাবলীলভাবে করার উদ্দেশ্যে অনলাইন ভিত্তিক এপিএ প্রতিবেদন ফরম তৈরি করা হয়।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল উইং/ কেন্দ্র/ বিভাগ/ উপকেন্দ্র এর প্রধানগণ এর কাছ থেকে নিয়মিত ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় এবং চুক্তি মাফিক নির্ধারিত কাজ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করা হয়। নিয়মিত ভিত্তিতে সকল তথ্য সংগ্রহ, তাঁর সংকলন বেশ জটিল ও কষ্টসাধ্য কাজ। এসকল কাজকে সহজ ও সাবলীলভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে **অনলাইন এপিএ প্রতিবেদন** নামক ডিজিটাল সেবাটি তৈরি করা হয়।	১,০০,০০০/-	১০০%	বিএআরআই-এর সকল উইং/ কেন্দ্র/ বিভাগ/ উপকেন্দ্রএ-ব্যবহার করা হচ্ছে।	৩৫ জন (বিএআর আই এর বিভিন্ন উইং/ কেন্দ্র/ বিভাগ/ উপকেন্দ্র-এর প্রধানগণ)	অন্যান্য সমধর্মী প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারয োগ্য	